রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত
আসমাউ'ল হুস্‌নার আলোকে

হাশর

[পুনরুত্থান দিবস]

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

ভাষান্তর
সালাহ্‌উদ্দীন সাঈদী

সোজলার পাবলিকেশন
SOZLER PUBLICATION

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত
আসমাউ'ল হুস্‌নার আলোকে

হাশর	Hashor
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী	Bediuzzaman Said Nursi
ভাষান্তর :	Translate by
সালাহ্‌উদ্দীন সাঈদী	Salahuddin Sayeedi
প্রকাশকাল :	Published :
মার্চ ২০২৩	March 2023
প্রকাশনায় :	Published by :
সোজলার পাবলিকেশন	Sozler Publication
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড,	Northbrook Hall Road,
বাংলাবাজার, ঢাকা	Banglabazar, Dhaka
ফোন : ০১৭৬৭৮২২০৬৪	Phone : 01767822064

ISBN : 978-984-96873-5-1

মূল্য :	Price :
২৮০ টাকা মাত্র	280 Tk Only.

e-mail : sozlerpublicationbd@gmail.com
Fb : www.facebook.com/sozlerpublication

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com

Wafi Life

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামি ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ্.)-এর অভিমত	৪
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. সাহেবের অভিমত	৬
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর	৭
হাশর	১১
ভূমিকা	২৭
উপসংহার	৭২
রিসালায়ে নূরের বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান হাশর সংক্রান্ত আলোচনাসমূহ এখানে নেয়া হয়েছে।	
পরিশিষ্টের প্রথম অংশ	৭৭
ভূমিকা	৭৯
পরিশিষ্টের দ্বিতীয় অংশ	৯১
পরিশিষ্টের তৃতীয় অংশ	৯৯
পরিশিষ্টের চতুর্থ অংশ	১০২
পরিশিষ্টের পঞ্চম অংশ	১০৭

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামি ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ্.)-এর অভিমত

(অভিমতটি ১৯৯৫ সালের ২৪-২৬ শে সেপ্টেম্বর ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 'বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী : বিংশ শতাব্দীর ইসলামি চিন্তা-চেতনার মুজাদ্দিদ শীর্ষক সম্মেলনে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ্.) সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত আলোচনা থেকে সংগৃহীত)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

মানবতার সংকটকালে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলা মানব সমাজকে আলোর পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের অবর্তমানে তাদের উত্তরসূরী আলেম-ওলামাদেরকে প্রেরণ করেছেন মানবতার মুক্তিদূত হিসেবে। এরই ধারাবাহিকতায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তুর্কিস্তানের দিগন্তে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী নামে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি সেই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর জীবন কাটিয়েছেন যখন ইসলামের ধারক ও বাহক তুরস্ক থেকে ইসলামের নাম ও নিশান দ্রুত মুছে ফেলা হচ্ছিল। সেই পরিস্থিতিতে তুর্কিস্তান ধাপে ধাপে ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছিলো। সাঈদ নূরসী সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাই তিনি তুরস্কের আসন্ন সংঙ্কট ও বিপদ নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করতেন।

বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ইতিহাসশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং আরো অন্যান্য শাস্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ-অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি দ্বীন ইসলাম এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ক ছিলেন। যার কারণে তিনি সে সময়ের জ্ঞানী-গুণী দ্বীনদার সকলের কাছে অতুলনীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

উসমানী খেলাফত বিলুপ্তির মূল কারণ হিসেবে তিনি ঈমানের দূর্বলতাকে চিহ্নিত করেছিলেন। যার কারণে সাঈদ নূরসী জীবনের বাকী সময়ে নিজেকে ঈমান রক্ষার আন্দোলনে নিয়োজিত রেখে ছিলেন। যা ছিল তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর আদর্শ ও ইচ্ছা বিরুদ্ধে। তাই তাঁকে আমৃত্যু এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নির্বাসন দেয়া হতে থাকে।

তবুও তিনি তুর্কি জাতি এবং বিশেষত পাশ্চাত্য সভ্যতার যাদুতে মোহগ্রস্ত নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইসলামি আকীদা ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকে উজ্জীবিত করতে এবং সার্বজনীন শরীয়ত ও মুহাম্মদী নবুওয়াতের উপর আস্থা-বিশ্বাস পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা শুরু করেন। এজন্য তিনি তুর্কি জাতিকে তাঁর রচিত কোরআনের তাফসীর রিসালায়ে নূরের বিভিন্ন পুস্তকের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা প্রদানের পথ অবলম্বন করেন। রিসালায়ে নূরে তাঁর হৃদয়-নিংড়ানো অভিব্যক্তি এবং তাঁর প্রাণ ও হৃদয়ের স্পন্দন রয়েছে। এই রিসালাগুলো ধর্মীয় আত্মসম্মানবোধ ও ঈমানী আঙ্গার প্রজ্বলিত করে। সাঈদ নূরসী তাঁর এই ফলপ্রসূ দাওয়াতি কার্যক্রম পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী শেখ আহমাদ সেরহিন্দী (রাহ্.) থেকে। নূরসী তাঁর এই অরাজনৈতিক নবুওয়াতী আদলে ঈমানী আন্দোলনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে ইতিহাসের গতি পাল্টে দিয়েছেন। যে তুরস্ক ব্যাপক খোদাদ্রোহিতার দিকে দ্রুত অগ্রসরমান ছিল সেই তুরস্ককে তিনি শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মানের স্থানে পরিণত করেছেন এবং শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়েছেন।

মুসলমানদের সেই কঠিন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাঁর পুস্তিকাগুলো বিশেষ করে তুর্কিজাতি এবং ইসলামি ও পশ্চিমা বিশ্বে চিরন্তন মুহাম্মদী রিসালাত এবং নিষ্কলঙ্ক ইসলামি শরীয়তের উপর আস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে। এভাবেই তিনি তুর্কি মুসলিম জাতিকে আকীদাগত, মতাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক খোদাদ্রোহিতা থেকে হেফাজত করেছিলেন।

ক্ষমতাসীনদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তাঁর ভক্ত-অনুরক্তগণ এবং তাঁর ছাত্রগণ এই পুস্তিকাগুলো গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-জনপদে প্রচার-প্রসার করার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুক এবং তাঁকে সুবিশাল জান্নাতে স্থান দান করুক। আমীন।

***

দশম কালিমা
হাশর

সতর্কতা

এই পুস্তিকায় উপমা ও তুলনাসমূহকে গল্প আকারে লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কি পরিমাণ যুক্তিযুক্ত, উপযোগী, শক্তিশালী এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা প্রদর্শন করা। আবার সহজভাবে উপস্থাপন করাও একটি লক্ষ্য। গল্পগুলোর অর্থ হচ্ছে শেষের হাকিকাতসমূহ তথা মহাসত্যগুলো। উপমাগুলো সেই মহাসত্যগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে। তাহলে বলা যায় গল্পগুলো কল্পনা প্রসূত কিছু নয় বরং সেগুলো মূল বাস্তবতা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হে ভাই, হাশর ও আখেরাত সম্পর্কে সহজ ও জনসাধারণের ভাষায় সুস্পষ্টভাবে যদি কোন ব্যাখ্যা জানতে চাও তাহলে উপমাস্বরূপ নিম্নের গল্পটিকে আমার নাফসের সাথে একত্রে শ্রবণ করো :

একদা দুই ব্যক্তি, জান্নাতের মতো সুন্দর এক দেশে [পৃথিবীর প্রতি ইঙ্গিত] যাচ্ছে। তারা দেখতে পেল যে সকলেই ঘর, বাড়ি ও দোকানের দরজাসমূহ খোলা রাখছে। নিরাপত্তার ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। সম্পদ ও টাকা পয়সা উন্মুক্ত স্থানে মালিকবিহীন অবস্থায় রয়েছে। ঐ দুই ব্যক্তির একজন, সকল কিছুর দিকে হাত বাড়িয়ে হয় চুরি করছে না হয় ছিনতাই করছে। খায়েশের আনুগত্য করায় সকল প্রকার জুলুম ও অবৈধ ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকছে। অধিবাসীরাও তেমন কিছু বলছে না। অপর বন্ধু তাকে বলল : “তুমি কি করছ? শাস্তি ভোগ করবে। আমাকেও বিপদে ফেলবে। এই সম্পদগুলো রাষ্ট্রের। এখানে বসবাসকারীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে সৈনিক অথবা কর্মচারী হয়েছে। এই সমস্ত কর্মে তাদেরকে সিভিল হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে। আর এই কারণে

তোমাকে তেমন কিছু বলছে না। কিন্তু খুবই কঠোর শৃঙ্খলা বিদ্যমান। বাদশাহর পক্ষ থেকে সকল স্থানে টেলিফোন ও কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করো।”

কিন্তু ঐ মাতাল জেদের বশবর্তী হয়ে বলল : “না এটা সরকারি সম্পদ নয়। হয়তো ওয়াকাফকৃত সম্পত্তি। কারো মালিকানায় নেই, যে যার মতো ব্যবহার করতে পারে। এ সুন্দর জিনিসগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোনো বাঁধা দেখছি না। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করব না।” দার্শনিকের ন্যায় এরূপ বেশ কিছু অর্থহীন কথা বলল।

এই নিয়ে দুই জনের মধ্যে কঠিন এক বিতর্ক শুরু হলো। সর্বাগ্রে ঐ মাতাল লোকটি বলল :

“বাদশাহ আবার কে? আছে নাকি এমন কেউ?”

অতঃপর তার বন্ধু তাকে বলল, “কোন গ্রাম মাতবর ছাড়া হয় না। একটি সুইও কারিগর ছাড়া হয় না, এমন কি মালিকহীনও হতে পারে না। একটি অক্ষরও লেখক ছাড়া হতে পারে না। এসবই তুমি জানো। তাহলে অতিমাত্রায় সুশৃঙ্খল এই দেশ কিভাবে শাসকহীন হতে পারে?” শাসকের এত পরিমাণ সম্পদ রয়েছে যে, কেমন যেন প্রতি ঘণ্টায় অদৃশ্য থেকে একটি ট্রেন [০০১] মহামূল্যবান ও শৈল্পিক পণ্যেসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আগমন করছে। এখানে খালি করে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি করে তা মালিকবিহীন হতে পারে? সকল স্থানে দৃশ্যমান ঘোষণাপত্র, পরিচয়পত্র, সকল সম্পদ ও পন্যের উপর দৃশ্যমান সীলমোহর ও দলিল এবং প্রতিটি প্রান্তে দোদুল্যমান পতাকাসমূহ কিভাবে মালিকবিহীন হতে পারে? এটা বুঝা যাচ্ছে যে, তুমি কিছুটা পশ্চিমা ভাষা ও সংস্কৃতি পড়েছ। ইসলামের লেখাসমূহকে পড়তে পারছ না। এমন কি যে জানে তাকেও জিজ্ঞাসা করছনা। অতএব, আস, তোমাকে সবচেয়ে বড় ফরমান পড়ে শোনাব।

ঐ মাতাল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল : “ধরে নিলাম একজন বাদশাহ আছেন কিন্তু এগুলো থেকে সামান্য কিছু ব্যবহার করলে তাঁর কি এমন ক্ষতি হবে? তাঁর ভাণ্ডার থেকে কতটুকুইবা কমবে? অধিকন্তু, এখানে জেল টেল নাই, শাস্তির ব্যবস্থাও দেখা যাচ্ছে না।”

তার বন্ধু জবাবে তাকে বলল : দৃশ্যমান এই দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার

০০১. “বসন্ত” কালকে ইঙ্গিত করছে। হ্যাঁ, বসন্ত রিযিকের খণি নামক এক ওয়াগণ যা গায়েব থেকে আসে।

ময়দান। বাদশাহর চমৎকার সব শিল্পকর্মের প্রদর্শনীস্থল। একই সঙ্গে এই দুনিয়া ক্ষণিকের এক মুসাফিরখানা। তুমি কি দেখোনা প্রতিদিন একটি কাফেলা আসে আরেকটি কাফেলা চলে যায়। সর্বদা পূর্ণ ও খালি হচ্ছে। কিছুকাল পরে এই দুনিয়াকে পরিবর্তিত করে ফেলা হবে। এখানকার অধিবাসীদেরকে চিরস্থায়ী এক জগতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে প্রত্যেকেই তার কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি পাবে।"

আবারও ঐ অকৃতজ্ঞ ও মাতাল জেদের বশবর্তী হয়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না। এটা কি আদৌ সম্ভব যে, এই পৃথিবী ধ্বংস করা হবে এবং অন্য এক জগতে সবাইকে প্রস্থান করতে হবে?

এর প্রতি উত্তরে তার দৃঢ় বিশ্বাসী বন্ধু বলল :

"যেহেতু তুমি এতোটাই জেদ ও গোড়ামির পরিচয় দিচ্ছ তাহলে আস অগণিত ও অসংখ্য প্রমাণসমূহের মাঝ থেকে বারটি উপমার দ্বারা তোমাকে দেখাব যে এক উচ্চ আদালাত রয়েছে, পুরস্কারের স্থান, অনুগ্রহ, শাস্তির স্থান ও জেলখানা আছে। এই দুনিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু করে খালি হচ্ছে তেমনি এমন একদিন আসবে যেদিন সম্পূর্ণরুপে খালি করে ফেলা হবে।"

প্রথম উপমা

এটা কি অদৌ সম্ভব যে, একটি সুন্দর রাজ্য থাকার পরও সেই রাজ্যের প্রশাসন, আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে কর্মসম্পাদনকারী অনুগতদেরকে পুরস্কার ও বিদ্রোহীদেরকে শাস্তি দিবে না? কিন্তু এখানে তা দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। অতএব, অন্য কোথাও উচ্চ এক আদালত রয়েছে।

দ্বিতীয় উপমা

সকল অবস্থা ও কর্মতৎপরতার দিকে লক্ষ্য কর!

সবচেয়ে দরিদ্র ও দুর্বল থেকে শুরু করে সবাইকে চমৎকার, উপযোগী ও প্রয়োজনীয় রিযিক প্রদান করা হচ্ছে। আপনজনহীন রোগীদের অতি সুন্দরভাবে যত্ন নেয়া হচ্ছে। অধিকন্তু, এখানে অতি মূল্যবান ও সুস্বাদু খাবার, অপরূপ সাজ-সজ্জা, সুন্দর পোশাকসমূহ এবং চমৎকার আতিথ্য রয়েছে। লক্ষ্য কর, তোমার মতো মাতালরা ছাড়া প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন। কেউই এক চুল পরিমাণ সীমালংঘন করে না। সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি, সবচেয়ে বেশি আনুগত্যের দ্বারা নম্রতার সাথে

ভয় ও বিস্ময়ের মাঝে সেবায় নিয়োজিত।

অতএব, এই রাজ্যের মালিকের বিশাল দয়া ও ব্যাপক রহমত রয়েছে। একই সঙ্গে খুবই ইজ্জত, অতিশয় পরাক্রম নির্ভর আত্মমর্যাদা এবং চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী।

সর্বোপরি, দয়া নেয়ামত প্রদান করতে চায়। রহমত কিন্তু অনুগ্রহ ছাড়া হতে পারে না। সম্মান অন্যায়ের সাথে আপোষ করে না। সৎগুণাবলি ও আত্মসম্মান আদবহীনদের শাস্তি চায়। অথচ এই দুনিয়াতে ঐ রহমত ও সৎ গুণাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ হাজারে একটিও করা হচ্ছে না। জালিম সম্মানের সাথে ও মযলুম নিগৃহীতভাবে দুনিয়া থেকে প্রস্থান করছে।

এ থেকেই বুঝা যায়, এসব কিছুই সেই বিশাল আদালতের জন্য রেখে দেয়া হচ্ছে।

তৃতীয় উপমা

লক্ষ্য কর, কত সুউচ্চ হিকমত ও শৃংখলার সাথে সমস্ত কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। অধিকন্তু, অতি সুনিপুণভাবে ন্যায়বিচার ও পরিমাপের দ্বারা সবকিছু সম্পন্ন হচ্ছে। বাস্তবে যে কোন প্রশাসন তার রাজ্যের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণকারীদের দয়া প্রদর্শন করতে চায়, আর ন্যায়বিচার প্রজার অধিকারকে সংরক্ষণ করতে চায়। যাতে করে প্রসাশনের সম্মান ও রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য সংরক্ষিত থাকে। অথচ এই দুনিয়াতে হাজারে একটি কাজও ঐ হিকমত ও ন্যায়বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। তোমার মতো মাতালদের অধিকাংশই শাস্তি ভোগ না করেই এখান থেকে প্রস্থান করছে। অতএব, এই সবকিছুই সেই সর্বোচ্চ আদালতের জন্য রেখে দেয়া হচ্ছে।

চতুর্থ উপমা

খেয়াল করো, অগণিত ও অসংখ্য সব প্রদর্শনীতে অসাধারণ সব মণিমুক্তা এবং দস্তরখানাসমূহে অতুলনীয় সব খাবারসমূহ দেখাচ্ছে যে, এই অঞ্চলের বাদশাহর সীমাহীন দানশীলতা ও অসংখ্য পরিপূর্ণ ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে। এমন দানশীলতা ও অফুরন্ত ভাণ্ডারসমূহ, চিরস্থায়ী ও প্রত্যাশিত সকল কিছু ভেতরে থাকবে এমন এক যিয়াফতগাহকে অনিবার্য করে তোলে এবং ঐ যিয়াফত থেকে স্বাদ উপভোগকারীদের উপস্থিতিকেও সেখানে অপরিহার্য করে তোলে, যাতে করে, বিচ্ছেদ ও নিঃশেষের দ্বারা

কষ্ট না পায়। কারণ কষ্টের সমাপ্তি যেমন স্বাদ বয়ে আনে তেমনি স্বাদের পরিসমাপ্তিও কষ্টের উদ্রেক করে।

এখন এই প্রদর্শনীগুলোর দিকে তাকাও এবং ঐ ঘোষণাসমূহের প্রতি খেয়াল কর ও এই প্রচারকদেরকে শ্রবণ কর তাহলে দেখবে যে, তারা মু'জিযাময়ী এক বাদশাহর প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পসমূহকে একত্রিত করে প্রদর্শন করছে। পরিপূর্ণতাকে ফুটিয়ে তুলছে। তুলনাহীন অদৃশ্য সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরছে। গোপন সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম দিকসমূহকে ব্যাখ্যা করছে। অতএব তাঁর খুবই বিস্ময়কর পরিপূর্ণতা ও অদৃশ্য সৌন্দর্য্য রয়েছে।

গোপন ও ত্রুটিহীন পরিপূর্ণতা, মূল্যায়নকারী এবং প্রশংসাকারী ও "মাশাল্লাহ" বলে পরিদর্শনকারীদের সামনে উন্মুক্ত হতে চায়। গোপন ও অতুলনিয় সৌন্দর্য্য, দেখতে ও দেখাতে চায়।

নিজ সৌন্দর্য্যকে দুই দিক থেকে দেখতে চায়। প্রথমতঃ বিভিন্ন ধরনের আয়নায় নিজেকে দেখা দ্বিতীয়তঃ আগ্রহী দর্শক ও বিস্ময়ে অভিভূত প্রশংসাকারীদের দৃষ্টির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা। দেখতে ও দেখাতে চাওয়ার পাশাপাশি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষন ও চিরস্থায়ী সাক্ষ্য প্রদানকেও চায়।

অধিকন্তু, চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্য, অতি আগ্রহী দর্শক ও প্রশংসাকারীদের চিরস্থায়িত্ব চায়। কারণ, চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্য কখনই ক্ষণস্থায়ী দর্শককে গ্রহণে রাজি হয় না। অপরদিকে, চিরজীবনের জন্য নিঃশেষ হয়ে যাবে এমন এক দর্শক, নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ভালোবাসাকে শত্রুতায়, বিস্ময় ও শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধাহীনতায় পরিণত করে। মানুষ, যা জানে না যা পায় না তার শত্রু হয়। অথচ এই মুসাফিরখানা থেকে প্রত্যেকেই দ্রুত প্রস্থান করে হারিয়ে যাচ্ছে। ঐ পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য্যের একটি রশ্মি কিংবা তার দুর্বল একটি ছায়ার প্রতি ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি দিয়ে অতৃপ্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছে। অতএব, চিরস্থায়ী প্রদর্শনি কেন্দ্রের দিকেই তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পঞ্চম উপমা

লক্ষ্য কর, সকল কাজসমূহের মাঝে দেখা যাচ্ছে যে, ঐ অতুলনীয় সত্তার বিশাল এক মমতা রয়েছে। কারণ, সকল মুসিবতগ্রস্থদের সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। সকল আবেদন ও আকাঙ্ক্ষার উত্তর দিচ্ছেন। এমনকি সাধারণ একজন প্রজার ছোট কোন প্রয়োজনকেও মমতার সাথে পূরণ করছেন। একজন রাখালের ছাগলের পা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এর জন্য হয়